পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক শ্রমিক ইউনিয়ন

(বি.ই.এফ.আই-এর অন্তর্ভুক্ত)

১৮ এ, ব্রাবোর্ন রোড, কলকাতা-৭০০০০১

রেজি ঃ নং — ৪১৯৯

সার্কুলার নং- ৯/২০১২ তারিখ ঃ ২৪/০৪/২০১২

প্রিয় সাথী,

বিগত ২০-তম রাজ্য সম্মেলনের পর গত ২৩শে এপ্রিল, ২০১২, নবনির্বাচিত সাধারণ পরিষদ সদস্যদের দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সম্মেলনের আলোচনা মোতাবেক দীর্ঘদিনের বকেয়া বিভিন্ন দাবি আদায়ে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে কলকাতা, বর্ধমান ও মেদিনীপুরে—এই তিনটি সার্কেলের সার্কেল হেডকে সংগঠনের পদাধিকারীদের মাধ্যমে জোরালো ডেপুটেশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কলকাতা, বর্ধমান ও মেদিনীপুর এই তিনটি সার্কেলের প্রধানদের দাবিসনদ পেশ ও আদায়ের লক্ষ্যে জোরালো ডেপুটেশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মসূচী গ্রহনের দায়িত্ব সর্বসম্মতিক্রমে পদাধিকারীদের দেওয়া হয়। যে সমস্ত দাবি আদায়ে এই আন্দোলন পরিচালিত হবে তা হল—

(১) অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত ঘোষিত শূণ্যপদে লোক নিয়োগ করতে হবে।

(২) ঘোষিত শূণ্যপদে লোক নিয়োগের মধ্য দিয়ে অবিলম্বে ঐচ্ছিক বদলী কার্যকর করতে হবে।

(৩) প্রতিটি শাখায় পূর্ণ সময়ের সাফাই কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে।

(৪) ব্যাঙ্কের স্থায়ী কাজ ঠিকা শ্রমিকদের দিয়ে করানো চলবে না।

(৫) আংশিক সময়ের সাফাই কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধসীমা ৪৫ বৎসর রাখতে হবে।

(৬) কর্মচারী পিছু ক্যান্টিন সাবসিডি বৃদ্ধি করতে হবে।

(৭) সংবাদপত্রের জন্য দেয় অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে এবং এক্ষেত্রে করণিক ও সাবস্টাফদের মধ্যে কোনপ্রকার বিভেদ রাখা চলবে না।

সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহের সার্থক রূপায়ণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় কমিটি ও সাধারণ পরিষদ সদস্য সহ সাধারণ সদস্যদের মধ্যে সাংগঠনিক কাজের দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে।

সাংগঠনিক কাজের সুবিধার জন্য কলকাতা সার্কেলকে দু ভাগে, বর্ধমান সার্কেলকে চার ভাগে এবং মেদিনীপুর সার্কেলকে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে।

কলকাতা সার্কেলের মূল সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকবেন কমঃ মিলন দে। তিনিই সার্কেল ফাংশনিং কমিটি (CFC)-র সভা ডাকবেন।

কলকাতা—১ ঃ এই অঞ্চলের মূল দায়িত্বে থাকবেন কমঃ পিনাকী রায়চৌধুরী।

কলকাতা—১ এর সাথে যে সমস্ত পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য যুক্ত থাকবেন তারা হলেন—

কমঃ অঞ্জন গাঙ্গুলী, কমঃ তুষার চক্রবর্ত্তী, কমঃ শিখা ঘটক, কমঃ লিপিকা চক্রবর্ত্তী, কমঃ সুতপা চক্রবর্ত্তী, কমঃ স্বপন সরকার, কমঃ সুধীর দাস, কমঃ রাজারাম মুখার্জী।

হাওড়া জেলার বিভিন্ন শাখার দায়িত্বে থাকবেন কমঃ রামতনু দত্ত। উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বনগাঁ লাইনের

শাখাগুলির দায়িত্বে থাকবেন কমঃ বিদ্যুৎ ব্যানার্জ্জী এবং মেইন লাইনের শাখাগুলির দায়িত্বে থাকবেন কমঃ প্রণব চক্রবর্ত্তী।

কলকাতা–২ ঃ এই অঞ্চলের মূল দায়িত্বে থাকবেন কমঃ শ্রীজিৎ সেনগুপ্ত।

কলকাতা—২ এর সাথে যে সমস্ত পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য যুক্ত থাকবেন তারা হলেন— কমঃ বল্লাল সেন, কমঃ অলোক মজুমদার, কমঃ বি. কার্তিকেয়ন, কমঃ রত্না ঘোষ, কমঃ বল্লরী ভৌমিক, কমঃ সুজয় চক্রবর্ত্তী, কমঃ আশীষ শীল, কমঃ অলক দাস।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার শাখাগুলির দায়িত্বে থাকবেন কমঃ সুজিত ঘোষ।

কলকাতা সার্কেলের সমস্ত বড় শাখা অর্থাৎ স্কেল–৪ এবং তার চেয়ে বড় শাখাগুলির সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকবেন কমঃ সুব্রত চ্যাটার্জ্জী। শাখাগুলি হল, ব্রাবোর্ণ রোড, বি. আর. বি. বি. রোড, লায়ন্স রেঞ্জ, সেক্সপীয়র সরণী, সল্ট লেক সেক্টর—১, সার্কেল অফিস কলকাতা, পার্কস্ট্রীট, বড়বাজার, লিলুয়া, জোনাল অডিট অফিস, আই.বি.বি. সল্ট সেক্টর—৩, সল্ট লেক সেক্টর—৫, ভবানীপুর, মার্কেটিং সেল।

কলকাতা সার্কেলের সমস্ত সাধারণ পরিষদ সদস্য কলকাতা সার্কেলের সাংগঠনিক কাজের সাথে যুক্ত থাকবেন।

কলকাতা সার্কেল কর্তৃপক্ষের সাথে যৌথ আলোচনার দায়িত্বে থাকবেন কমঃ সুব্রত চ্যাটার্জী।

বর্ধমান সার্কেল ঃ মূল সাংগঠনিক দায়িত্ব থাকবেন কমঃ অবনী চ্যাটার্জ্জী। তিনিই সার্কেল ফাংশনিং কমিটি (CFC)-র সভা ডাকবেন।

বর্ধমান সার্কেলে কর্তৃপক্ষের সাথে যৌথ আলোচনার দায়িত্বে থাকবেন কমঃ নিত্য দাস।

বর্ধমান–১ ঃ বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার শাখাগুলি এই অঞ্চলে অন্তর্ভূক্ত হবে। এই অঞ্চলের দায়িত্বে থাকবেন কমঃ এম. এইচ. সিদ্দিকী।

বর্ধমান–২ ঃ হুগলী জেলা ও উত্তরবঙ্গের সিকিম থেকে মালদা জেলার শাখাগুলি এই অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত হবে। এই অঞ্চলের দায়িত্বে থাকবেন কমঃ অবনী চ্যাটার্জ্জী।

বর্ধমান–৩ ঃ বীরভূম জেলার শাখাগুলি এই অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত হবে। এই অঞ্চলের দায়িত্বে থাকবেন কমঃ সুকৃৎ মিত্র।

বর্ধমান–৪ ঃ মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং নদীয়া জেলার শাখাগুলি এই অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত হবে। এই অঞ্চলের দায়িত্বে থাকবেন কমঃ অলোক দত্ত।

বর্ধমান সার্কেলের কাজের সাথে আর যে সমস্ত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য যুক্ত থাকবেন তারা হলেন—কমঃ অভয়পদ রায়, কমঃ অনাদি লাহা, কমঃ তপন সাহা, কমঃ পি. কে. শ্যাম, কমঃ রঞ্জিৎ পাল, কমঃ সনোজিৎ রায় ও কমঃ সুনয় বিশ্বাস।

বর্ধমান সার্কেলের সমস্ত সাধারণ পরিষদ সদস্য বর্ধমান সার্কেলের সাংগঠনিক কাজের পথে যুক্ত থাকবেন।

মেদিনীপুর সার্কেল ঃ মূল সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকবেন কমঃ অনুপম মিত্র। মেদিনীপুর সার্কেল ফাংশনিং কমিটি (CFC)-র সভা ডাকবেন কমঃ অলোক রায়।

মেদিনীপুর সার্কেল কর্তৃপক্ষের সাথে যৌথ আলোচনার দায়িত্বে থাকবেন কমঃ বৈদ্যনাথ ব্যানার্জ্জী।

মেদিনীপুর–১ ঃ পুরুলিয়া জেলার শাখাগুলি এই অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত হবে। এই অঞ্চলের দায়িত্বে থাকবেন কমঃ সত্যব্রত দত্ত।

মেদিনীপুর–২ ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শাখাগুলি এই অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত হবে। এই অঞ্চলের দায়িত্বে থাকবেন কমঃ বুদ্ধদেব দাস।

মেদিনীপুর–৩ ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলদা, বাখরাবাদ, বোড়াই, জনকাপুর, কলাবনি, কেশিয়ারি, কেশিয়ারি রোড, খাজরা, খলিনা, খড়গপুর আই.আই.টি, কুলবনী, কুলটিকিরী, ললাট, মাওয়া, খড়গপুর, কলাইকুন্ডা, নছীপুর, নেকুড়সেনি ও নারায়ণগড় এই অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত হবে। এই অঞ্চলের দায়িত্বে থাকবেন কমঃ বৈদ্যনাথ ব্যানার্জ্জী।

মেদিনীপুর–৪ ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার রূপনারায়ণপুর, মাদপুর, বুরামালা, ডেবরা, পাঁচগেড়িয়া, ট্যাবাগেড়িয়া, রাতুলিয়া, জামনা, পিঙ্গুই, গোবর্ধনপুর, সরবেরিয়া, গোবিন্দপুর, বীরসিংহ মোড়, কালিকাপুর ও মুগবাসন শাখাগুলি এই অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত হবে। এই অঞ্চলের দায়িত্বে থাকবেন কমঃ অনিমেষ সুর।

মেদিনীপুর–৫ ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর সার্কেল অফিস, মেদিনীপুর, চাঁদরা, ভীমপুর, ভৌদি, শ্যামচাঁদপুর, মন্ডলকুপি, সুন্দরগেড়িয়া, পিংবনী, মেটালডোবা, কমলাপুর, কুকরাখুপী, রগড়া, মহাপাল, পারিহাটি ও চিলকীগড় শাখাগুলি এই অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত হবে। এই অঞ্চলের দায়িত্বে থাকবেন কমঃ অলোক রায়।

মেদিনীপুর সার্কেলের কাজের সাথে আর যে সমস্ত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য যুক্ত থাকবেন তাঁরা হলেন— কমঃ অচিন্ত্য নিয়োগী, কমঃ গৌতম দাস, কমঃ দেবাশিষ দাস, কমঃ প্রবীর মন্ডল, কমঃ বিমান রায়চৌধুরী, কমঃ শান্তনু হালদার, কমঃ শক্তিপদ কুলভী, কমঃ বারিদ বরণ দাস ও কমঃ সোমনাথ দাশগুপ্ত।

মেদিনীপুর সার্কেলের সমস্ত সাধারণ পরিষদ সদস্য মেদিনীপুর সার্কেলের সাংগঠনিক কাজের সাথে যুক্ত থাকবেন।

অফিস পরিচালনা, তথ্য-প্রযুক্তি সংক্রান্ত কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন কমঃ সুব্রত চ্যাটার্জ্জী।

সংগঠনের মুখপত্র 'মুখর' ঃ 'মুখর' এর সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন কমঃ বিদ্যুৎ ব্যানার্জ্জী। সম্পাদকমন্ডলীর অন্য সদস্যরা হলেন কমঃ সত্যব্রত দত্ত, কমঃ পিনাকী রায়চৌধুরী, কমঃ সুজিত ঘোষ, কমঃ সোমনাথ চ্যাটার্জ্জী, কমঃ সোমনাথ দাশগুপ্ত, কমঃ বি. কার্তিকেয়ন, কমঃ শিখা ঘটক ও কমঃ অলক দাস।

মহিলা উপসমিতি ঃ মহিলা উপসমিতির আহ্বায়িকা হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন কমঃ লিপিকা চক্রবর্ত্তী। এই উপসমিতির অন্য সদস্যরা হলেন—কমঃ শিখা ঘটক, কমঃ সুতপা চক্রবর্ত্তী, কমঃ বল্লরী ভৌমিক, কমঃ রত্না ঘোষ, কমঃ ভাস্বতী দাস, কমঃ মঞ্জু দত্ত, কমঃ মালা দে, কমঃ মিতালী পাল, কমঃ রমা চট্টরাজ ও কমঃ শাশ্বতী দে।

চিকিৎসা উপসমিতি ঃ চিকিৎসা উপসমিতির আহ্বায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন কমঃ বল্লাল সেন। এই উপসমিতির অন্য সদস্যরা হলেন কমঃ অনিমেষ সুর, কমঃ বুদ্ধদেব দাস, কমঃ এম. এইচ. সিদ্দিকী, কমঃ দীপক মজুমদার, কমঃ বারিদ বরণ দাস, কমঃ রামতনু দত্ত, কমঃ গৌতম ঘোষ, কমঃ পার্থ রায় ও কমঃ অরূপ কর।

স্বাস্থ্যবীমা উপসমিতি ঃ স্বাস্থ্য বীমা উপসমিতির আহ্বায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন কমঃ বুদ্ধদেব দাস। এই উপসমিতির অন্য সদস্যরা হলেন কমঃ অনিমেষ সুর, কমঃ দীপক মজুমদার, কমঃ নৃসিংহ প্রসাদ সরকার, কমঃ হর্ষবর্ধন ভৌমিক, কমঃ সমর সরকার, কমঃ মৃণাল চক্রবর্ত্তী ও কমঃ মানবেন্দু দেবনাথ।

সমবায় উপসমিতি ঃ সমবায় উপসমিতির আহ্বায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন কমঃ অঞ্জন গাঙ্গুলী। এই উপসমিতির অন্য সদস্যরা হলেন কমঃ অমিতাভ দে, কমঃ এম. এইচ. সিদ্দিকী, কমঃ সোমনাথ চ্যাটার্জ্জী, কমঃ হর্ষবর্ধন ভৌমিক, কমঃ দীপ্ত লাহা, কমঃ অরুনেশ রায়, কমঃ সমর সরকার ও কমঃ মানবেন্দু দেবনাথ।

অফিস উপসমিতি ঃ অফিস উপসমিতির আহ্বায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন কমঃ সুব্রত চ্যাটার্জী। এই উপসমিতির অন্য সদস্যরা হলেন কমঃ অলোক মজুমদার, কমঃ দীপক মজুমদার, কমঃ বিদ্যুৎ ব্যানার্জ্জী, কমঃ লিপিকা চক্রবর্ত্তী, কমঃ শঙ্কর ঘোষ, কমঃ কালীনারায়ণ মজুমদার, কমঃ সুধাংশু মজুমদার ও কমঃ আমানত আলী।

সাংস্কৃতিক উপসমিতি ঃ সাংস্কৃতিক উপসমিতির আহ্বায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন কমঃ সোমনাথ চ্যাটার্জ্জী। এই উপসমিতির অন্য সদস্যরা হলেন কমঃ শিখা ঘটক, কমঃ লিপিকা চক্রবর্ত্তী, কমঃ পুলক ব্যানার্জ্জী, কমঃ পার্থ রায় চৌধুরী, কমঃ ধনঞ্জয় দাস, কমঃ পরিতোষ পুরকায়স্থ, কমঃ হীরালাল রাণা ও কমঃ অমিয় মৈত্র।

হলিডে হোম উপসমিতি ঃ হলিডে হোম উপসমিতির আহ্বায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন কমঃ অলোক মজুমদার। এই উপসমিতির অন্য সদস্যরা হলেন কমঃ বারিদ বরণ দাস ও কমঃ সুনয় বিশ্বাস।

সমস্ত উপসমিতি নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত সভা অবশ্যই করবেন। এছাড়া সমস্ত সদস্যর কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি কোনও সদস্য কোনও উপসমিতির কাজ করতে আগ্রহী ও উৎসাহী হন তাহলে তিনি সংশ্লিষ্ট উপসমিতির আহ্বায়কের কাছে তাঁর নাম সেই উপসমিতির সদস্য হিসাবে বিবেচনা করার জন্য নথিভুক্ত করতে পারবেন। বিভিন্ন উপসমিতির আহ্বায়করাও কোনও সদস্যকে সেই উপসমিতির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করতে পারবেন।

বিগত সম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করতে সকল সদস্য ও শাখা কমিটির সদস্যদের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে দায়িত্বপ্রাপ্ত কমরেডদের সাথে নিবিড় ও জীবন্ত যোগাযোগ গড়ে তুলে সংগঠনকে আরো সজীব ও গতিশীল করে তুলুন।

সাধারণ পরিষদ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ বৎসর পর সংগঠনের প্রতিটি স্তর ও উপসমিতিগুলির কাজের মূল্যায়ন করা হবে।

আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন শাখা খোলার যে দাবি আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে করেছিলাম তার ফলশ্রুতিতে নাগেরবাজার, ব্যারাকপুর ও সোনারপুর এই তিনটি জায়গায় নতুন শাখা খোলার লাইসেন্স কর্তৃপক্ষ পেয়েছেন।

গত ২৩শে এপ্রিল, ২০১২ সাধারণ পরিষদ সভার দিন আমাদের ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান-এর সাথে সংগঠনের নেতৃত্বের আলোচনা হয়। এই আলোচনার সময় চেয়ারম্যান নেতৃত্বকে জানান যে পশ্চিমবঙ্গে ১৭৯ জন নতুন লোক নিয়োগের যে প্রক্রিয়া চালু আছে তা সম্পূর্ণ করা হবে। অবসরের পর গ্র্যাচুইটির অর্থ নির্ধারণের জন্য অফিসিয়েটিং অ্যালাউন্সের অর্থ গ্র্যাচুইটির পরিমাণ নির্ধারণের গণনায় আনার যে দাবি আমরা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে করে আসছিলাম, চেয়ারম্যান আমাদের সেই দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন। কলকাতা সার্কেল কর্তৃপক্ষ এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সার্কুলার করার জন্য নীতিগতভাবে সহমত হয়েছেন।

যে সমস্ত শাখা কমিটির নাম এখনও কেন্দ্রীয় দপ্তরে পৌঁছায়নি সেই সমস্ত শাখার সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে আগামী ১২ই মে, ২০১২-র মধ্যে নতুন শাখা কমিটির নামের তালিকা সংগঠনের কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠাবার জন্য।

নতুন বছরের শুভেচ্ছা ও সংগ্রামী অভিনন্দন সহ—

সাধারণ সম্পাদক